সমকাল

তারিখ ... 08 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...৮...

প্রাথমিকেই ঝরে যায় ২১ ভাগ শিশু

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষার প্রাথমিক স্তরে প্রায় ২১ শতাংশ শিশু ঝরে যায় বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার। সরকারদলীয় সদস্য মো. মামুনুর রশীদ কিরণের এক প্রশ্নের জবাবে গতকাল সোমবার সংসদে মন্ত্রী এ কথা বলেন। তবে এটি কোন বছরের তথ্য, সেটা উল্লেখ করেননি তিনি। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা এক কোটি

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

সংসদে গণশিক্ষামন্ত্রী

প্রাথমিকেই ঝরে যায় ২১ ভাগ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

৯৫ লাখ ৫২ হাজার ৯৭৯। ভর্তির হার ৯৭ দশমিক ৭ শতাংশ। ঝরে পড়ার হার ২০ দশমিক ৯ শতাংশ। মন্ত্রী জানান, শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনতে ওয়ার্ড পর্যন্ত টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে।

ঝরে পড়া রোধ করতে উদ্বুদ্ধকরণ সভা, উঠোন বৈঠক, হোম ভিজিট, রস্ত প্রকল্পের মাধ্যমে আনন্দ স্কুলে ভর্তি, শিশুর শারীরিক ও মানসিক শাস্তি প্রদান বন্ধ করাসহ নানা পদক্ষেপের কথা জানান মন্ত্রী।

নুরুল ইসলাম সুজনের এক সম্পূরক প্রশ্নের জবাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী বলেন, ছিটমহল এলাকায় ব্যক্তি পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিদ্যালয় সরকারীকরণ করা হবে না। স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের কথা জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, ছিটমহল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সাড়ে সাত হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। এর মধ্যে সাড়ে ছয় হাজার শিক্ষার্থী মূল ভূখণ্ডের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

বাকি এক হাজার শিক্ষার্থীর জন্য বিদ্যালয় প্রয়োজন। এ জন্য এক হাজার ৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পের আওতায় কোথায় কোথায় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা যায়, তা চিন্তা করা হচ্ছে।

সেলিম উদ্দিনের প্রশ্নের জবাবে নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, ২০১৫ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফল বিপর্যয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য সরকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে প্রতিবেদন দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকায় সাড়ে চার হাজার অনুমোদনহীন ভবন : ঢাকা শহরে চার হাজার ৫০০ অনুমোদনহীন ভবন চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশারফ হোসেন। তিনি বলেন, ঢাকা শহরে অনুমোদনহীন ভবন বা অনুমোদিত নকশার ব্যত্যয় ঘটিয়ে নির্মিত প্রায় চার হাজার ৫০০ বাড়ি এ পর্যন্ত চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭০টি ভবনের অবৈধ অংশ ভেঙে ফেলা হয়েছে। অননুমোদিত ভবন মালিকদের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ আদালতে মামলা করা হচ্ছে। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজধানীর চারপাশে নিচু জমি, খাল-বিলগুলো কিছু কিছু হাউজিং কোম্পানি বৈধ/অবৈধ উপায় ভরাটের মাধ্যমে ঢাকা শহরের পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হুমকির মধ্যে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে।

তিনি বলেন, এসব কোম্পানিকে এ ধরনের আইনবহির্ভূত কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখতে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। ড্যাপের চিহ্নিত জলাশয় ও জলাধার, সিএস ও আরএস নকশায় চিহ্নিত খালগুলো অবৈধভাবে যেসব হাউজিং কোম্পানি ভরাট করছে, তাদের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিক জলাধার আইন অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রাজউকের আওতাধীন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে বলেও জানান মন্ত্রী।

দেশে বায়োগ্যাস প্লান্ট সাড়ে ২৪ হাজার : দেশে বর্তমানে ২৪ হাজার ৬৫০টি প্লান্ট রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান। সরকারদলীয় সংসদ সদস্য আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমের এক প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানান তিনি। মন্ত্রী বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর) কর্তৃক স্থাপিত দেশে বায়োগ্যাস প্লান্টের সংখ্যা মোট ২৪ হাজার ৬৫০টি। এসব প্লান্ট ৬৪ জেলায় রয়েছে।